**‘দূর পাহাড়ের আকাশ নীলে’ (ভ্রমণ কাহিনী)**

**‘**শিক্ষক বাতায়ন’-এ কাজ করার কল্যানে বাংলাদেশের বেশ কিছু জায়গা ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার্। গতবছরের সেপ্টেম্বর মাসে বিভাগীয় ICT4E অ্যাম্বাসেডর-শিক্ষক সম্মেলেনে অংশগ্রহণ করার জন্য গিয়েছিলাম অপরূপ সৌর্ন্দয ভরা নি:র্সগ কন্যা রাংগামাটিতে। উদ্দেশ্য দুটো্: সবার সাথে দেখা করা এবং প্রকৃতির র্নিমলতা, নিমগ্নতায় নিজেকে সর্মপন করা।

৭ তারিখ বিকেলবেলা পৌঁছলাম চট্টগ্রাম্। পরদিন সকালবেলা রাংগামাটির ‍উদ্দেশ্যে চেপে বসলাম পাহাড়িকা গাড়িতে। শহর পেরিয়ে দৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে প্রকৃতির অপরূপ রূপ-মাধুরী। স্নিগ্ধ-শ্যামল, মায়াবী সৌর্ন্দযে ভিজে যাচ্ছে মন। চারদিকে লেক, বন-বনানী, আর ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে সবুজের গালিচা পাতা। গালিচা জুড়ে রয়েছে নাম না জানা বাহারি বুনোফুল। রংঙিন প্রজাপতি ওড়ে বেড়াচ্ছে ফুলে ফুলে। আহা! কি সুন্দর এই দৃশ্য। দৃষ্টিতে শীতল পরশ বুলিয়ে দেয় বৃষ্টিধোয়া সবুজ তৃণদল আর বৃক্ষরাজির অপার স্নিগ্ধতা। আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে নীল নীল পাহাড় সারি দাঁড়িয়ে আছে ধ্যানগ্রস্ত মুনির মতো। পাহাড়ের এই রূপ দেখেই কাজী নজরুল লিখেছিলেন,

‘আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ’। ইচ্ছে করছে সমস্ত ইদ্রিয় দিয়ে শুষে নিই এই অপার্থিব সৌর্ন্দয। এই আদি-অকৃত্রিম, নির্মল-মায়াবী নি:র্সগ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী কন্যার কোলের কাছে।

শেষ দুপুরে পৌঁছলাম অনেক আরাধ্য রাঙামাটিতে। নির্ধারিত বাংলোয় পৌঁছে ফ্রেশ হয়ে ছুট লাগালাম কাছাকাছি স্পট হ্যাপী আইল্যাণ্ডে। লেকের টলটলে জলে নেমে পড়লাম ছোট্ট শিশুর মত। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে চোখজুড়ানো সবুজ বৃক্ষরাজি, মাথার উপর নির্মেঘ নীল আকাশ। অজস্র দর্শনার্থী ছেলে-বুড়ো, কিশোর-কিশোরী, তরুন-তরুনী ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে-সেখানে।বর্ণিল পোশাকের বর্ণিল মানুষে রঙিন হয়ে ‍উঠেছে হ্যাপী আইল্যাণ্ড। প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর মানুষগুলো দেখে কেবলি মনে হচ্ছিল, এটাই জীবন! জীবন এখানেই!

সূর্য ডুবু ডুবু। তাই সৌর্ন্দয দর্শনে বিরতি দিয়ে ফিরে এলাম বাংলোয়। পরদিন সম্মেলন শেষ করে ছুট লাগালাম ঝুলন্ত ব্রিজ দেখব বলে। রাস্তার দু’পাশের সৌর্ন্দয দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম ঝুলন্ত ব্রিজে। ছবি দেখে যতটা আকর্ষণ জেগেছিল, ব্রিজে চড়ে সেরকম রোমাঞ্চ জাগল না মনে।লেকের ‍জলে পিলার পুঁতে তার উপর সারি সারি কাঠের তক্তা পাতা। তাই্ ব্রিজে চড়লে দুলুনিটা ততটা রোমাঞ্চকর মনে হয় না। তবে ব্রিজ পেরিয়ে ওপারের ছোট্ট পাহাড়টার সমতল চূড়ায় যখন পৌঁছলাম তখন সব অতৃপ্তি দূর হয়ে গেল নিমেষে। প্রাচীন সব গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ পাহাড় ভূমি। একটি বটবৃক্ষ দেখে মনে হল কয়েকশো বছরের পুরোনো। পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে নিচের আদিবাসী জনপদ, বহুরঙা ব্রিজ আর কাপ্তাই হ্রদের চারপাশে পাহাড় সারির অপার্থিব সৌর্ন্দযে নিথর হয়ে যায় সত্ত্বা।

সন্ধ্যা সমাগত। তাই ধীরে ধীরে পা বাড়ালাম বাংলোর দিকে।

সম্মেলন শেষ। তাই আ্জকের গন্তব্য ডিসি বাংলো পার্ক, চাকমা রাজা দেবাশীষের বাড়ি এবং আরও ছোট ছোট কিছু স্পট। ডিসি বাংলোর পাশেই রয়েছে ডিসি বাংলো যাদুঘর আর পলওয়েল পার্ক। নয়নাভিরাম স্পটগুলো দেখে ছুট দিলাম রাজা দেবাশীষের বাড়ির দিকে। পথে পড়ল চাকমাদের সীমাঘর, ভাবনা কুটির, রন্ধনশালা এবং বিভিন্ন স্বর্গের নামাঙ্কিত সাততলা বিশিষ্ট সপ্তস্বর্গ। খোলা জায়গায় সপ্তস্বর্গ। আর একপাশে প্রাচীন সবুজ গাছগাছালি্। এগোলাম বাজার বাড়ির দিকে। যতই এগোচ্ছি ততই মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়ে পড়ছে দু’চোখে। বিধাতা যেন সব সৌর্ন্দয ঢ়েলে দিয়েছে এখানে। চারপাশে কাপ্তাই হ্রদের টলটলে জল। জলে ভেসে বেড়াচ্ছে শ্বেত-শুভ্র রাজহাঁস। মাথার উপর নীল আঁচল পেতে দিয়েছে দূরের আকাশ। মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপে রাজার বাড়ি। চারপাশে ঘন বনচ্ছায়া। নৌকায় চড়ে যেতে হয় রাজবাড়িতে। আঁকাবাঁকা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেছে গাছের ছায়ায় ইট বাঁধানো পথ। পথের মাথায় গ্রীবা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটি। সময় কম ছিল বলে ঘুরে দেখা হলো না রাজবাড়ি। একটা অতৃপ্তি আর আকুতি রয়ে গেল বুকের ভেতর।

নির্মল মায়াবী নি:সর্গ আমাকে টানছে বার বার। প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিতার ভাবনার জালে বার বার দোল খেয়ে যাচ্ছে সঘন নীল আকাশে উড়ন্ত পাখির ঝাঁক, নাম না জানা বাহারি বুনোফুল, পাহাড়চূড়ায় আদিবাসী রমণীর সাজানো পসরা, দিগন্ত ছঁয়ে যাওয়া আকাশ-মাটি আর অরণ্যের নিবিড় মিলন, পাতায় পাতায় ঝিরঝিরে হাওয়ার কাঁপনজাগা মধুর সুরে ভরে ওঠা বনতল।

আহা, কি সুন্দর এই প্রকৃতি! কি মধুর এই বেঁচে থাকা!!

 মাছুমা আকতার

 প্রধান শিক্ষক

 উত্তর-পূর্ব সাগরিযা মো: ইদ্রিস মিয়া স: প্রা: বি:।

 হাতিয়া, নোয়াখালী।

 Mobile-01712161786